সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, আয় বিবরণী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ও অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর কোম্পানি পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীর এ বছরের তথা কোম্পানির ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রস্তুতকৃত পরিচালক পর্ষদ ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) নাম মাত্র মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র এসজিএফএল এর অন্তর্ভুক্ত। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। এসজিএফএল-এর এ বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদ জাতির পিতার এ অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। জাতির পিতার সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ (উন্নয়নশীল রাষ্ট্র) ও রূপকল্প ২০৪১ (উন্নত রাষ্ট্র) এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনে জ্বালানির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুসরণীয় রোল মডেল।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারায় প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান অপরিসীম। পরিবেশ বান্ধব ও মূল্য সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করতে পারি যে, ১৯৫৫ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে দেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার ও ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ ভূখন্ডে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উত্তোলন, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগের অধিক সময় ধরে এসজিএফএল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

এসজিএফএল-এর উৎপাদিত গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট উৎপাদিত হয়, যা কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর আওতাধীন বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাসের সহজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট সুষ্ঠু ইভাকুয়েশনের নিমিত্ত সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসজিএফএল-এর রশিদপুর গ্যাস ক্ষেত্রের নিকটবর্তী স্থানে দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত প্লান্টদ্বয় হতে উৎপাদিত পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে, যা ২০ মে ২০২১ হতে উৎপাদনে রয়েছে। এ সকল প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত অকটেন, পেট্রোল (RON89), ডিজেল ও কেরোসিন দেশের আমদানি নির্ভর তরল জ্বালানির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সময়ে সময়ে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় এসজিএফএল-এর সাধারণ দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও জনগুরুত্ব বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে গ্যাস, কনডেনসেট ও তেল উৎপাদন-বিপণন কার্যক্রম বিশেষ ব্যবস্থায় অব্যাহত রাখা হয়। এ সময়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে আবশ্যিকভাবে সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিধান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, প্রধান ফটকে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে স্থাপনায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া, অফিস কক্ষ ও বাথরুম পরিস্কার রাখা, নিজের টেবিল এবং এর আশপাশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিষ্কার রাখা, সকল বাথরুমে হ্যান্ড ওয়াশ ও সাবান রাখা এবং সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ঘন ঘন হাত পরিষ্কার করা ইত্যাদি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। ফলে সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে এ পর্যন্ত কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলেও কোন প্রানহানি ঘটেনি এবং বর্তমানে সকলেই নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।

১.০ উৎপাদনশীল গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সার্বিক অবস্থা

এসজিএফএল-এর পরিচালনাধীন ৪টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে ১০টি কূপের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হয়। কোম্পানির কার্য পরিসীমায় উৎপাদনরত ৪টি গ্যাসক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

হরিপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৫৫ সালে হরিপুরে আবিষ্কৃত প্রথম গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ৯টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. কর্তৃক সম্পাদিত ৩ডি সাইসমিক রিভিউ প্রতিবেদন অনুযায়ী হরিপুর ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৮৫ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ২১৮.৩৮ বিলিয়ন ঘনফুট, যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৬.৭২ ভাগ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ১টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর নিকট সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া উক্ত ফিল্ডে দৈনিক প্রায় ১৫ ব্যারেল হারে উৎপাদিত কনডেনসেট হরিপুর ফিল্ডে বিদ্যমান ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে প্রাপ্ত পেট্রোল ও কেরোসিন বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিগুলোর নিকট সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টটি বন্ধ রয়েছে।

কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড

১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ৭টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৮৬৫ বিলিয়ন ঘনফুট (মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. ২০১৮)। ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৭৭৮.৯৬ বিলিয়ন ঘনফুট, যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৯০.১১ ভাগ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৩টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল ও ১টি এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড এবং উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া গ্যাসের সাথে উৎপাদিত দৈনিক প্রায় ৪৭৫ ব্যারেল কনডেনসেট হতে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে প্রাপ্ত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহকে সরবরাহ করা হয়। এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত গড়ে দৈনিক প্রায় ২৮৯ ব্যারেল এনজিএল আরপিজিসিএল-এর নিকট সরবরাহ করা হয়, যা থেকে এনজিএল এলপিজি ও পেট্রোল উৎপাদিত হয়। বর্তমানে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট এবং এনজিএল উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৬০ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে মোট ১১টি কূপ খনন করা হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১,২৯৭ বিলিয়ন ঘনফুট (মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. ২০১৮)। ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৬৭০.১৯ বিলিয়ন ঘনফুট, যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫১.৬৭ ভাগ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৫টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ৩টি সিলিকাজেল ও ১টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩৮ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড

১৯৮১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে মোট ২টি কূপ খনন করা হয়। আরপিএস-২০১০ এর সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০৩ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ১০২.৪৮ বিলিয়ন ঘনফুট, যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫০.৪৮ ভাগ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ১টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল-কে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের সাথে গড়ে দৈনিক প্রায় ১২০ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

১.১ পরিচালন কার্যক্রম

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড যথা: হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদনরত মোট ১০টি গ্যাস কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন করা হয়। শেভরন পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেটের একাংশ রশিদপুরে স্থাপিত ২টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে ফ্র্যাকশনেশন করে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। এ ছাড়া কোম্পানিতে উৎপাদিত গ্যাস-সহজাত কনডেনসেটের কিয়দংশ হরিপুর ও কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে অবস্থিত ফ্র্যাকশনেশন ইউনিটে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পেট্রোল, কেরোসিন ও ডিজেল উৎপাদন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, এসজিএফএল-এর নিজস্ব কনডেনসেটের অংশবিশেষ এবং এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনায় পৃথক চুক্তির আওতায় বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট এবং শেভরনের বিবিয়ানা, জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেটের একাংশ বেসরকারি ৩টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের নিকট সরবরাহ করা হয়। সিলেটস্থ কৈলাশটিলায় স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার-সীভ টার্বো-এক্সপ্যান্ডার প্লান্ট (এমএসটিই)-এর মাধ্যমে আহরিত এনজিএল পেট্রোবাংলার কোম্পানি আরপিজিসিএল-এর নিকট সরবরাহ করা হয়।

আরপিজিসিএল-এর এনজিএল ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে উৎপাদিত পেট্রোল বিএসটিআই মানের না হওয়ায় বিপিসি'র কোম্পানিসমূহ আরপিজিসিএল এর কৈলাশটিলা প্লান্ট হতে পেট্রোল উত্তোলন বন্ধ করে দেয়। ফলে এসজিএফএল এর এমএসটিই প্লান্ট হতে বর্তমানে আরপিজিসিএল-এ এনজিএল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

১.২ প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টসমূহের বিবরণ

ফিল্ডসমূহে স্থাপিত বিভিন্ন ধরনের প্রসেস প্লান্ট ও কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) গ্যাস প্রসেস প্লান্ট

গ্যাস ফিল্ডের নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
	প্লান্টের ধরন (স্থাপনকাল)	প্ল্যান্টের সংখ্যা	বর্তমান প্রসেসিং ক্ষমতা (মিলিয়ন ঘনফুট/দিন)	পণ্য
হরিপুর	সিলিকাজেল (১৯৬০-৬১)	১	২৫	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, লাইট কনডেনসেট
কৈলাশটিলা	সিলিকাজেল (১৯৮২-৮৩)	১	২৫	
	এমএসটিই (১৯৯২-৯৫)	১	৮০	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, এনজিএল
রশিদপুর	সিলিকাজেল (১৯৯১-৯৩, ১৯৯৯-২০০০)	৩	১৩০	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, লাইট কনডেনসেট
	গ্লাইকল (১৯৯১-৯৩)	১	৫০	
বিয়ানীবাজার	সিলিকাজেল (১৯৯৯)	১	৪০	

খ) কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট

স্থাপনার নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
	প্লান্টের স্থাপনকাল	ইউনিটের সংখ্যা	বর্তমান প্রসেসিং ক্ষমতা (ব্যারেল/দিন)	পণ্য
৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ)	২০২১	১	৩০০০	অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, এলপিজি
৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট	২০১৯	১	৪০০০	
রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি)	২০০৯	১	২৫০০	পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন
	২০১২	১	১২৫০	
হরিপুর ডিস্টিলেশন ইউনিট	১৯৬১	১	৬৮	পেট্রোল, কেরোসিন
কৈলাশটিলা ফ্র্যাকশনেশন ইউনিট	১৯৮৩	১	৩০০	পেট্রোল, ডিজেল

২.০ উৎপাদন পরিসংখ্যান

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

২০২০-২০২১ অর্থবছরে হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের ১০টি কূপ হতে দৈনিক প্রায় ৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সর্বমোট প্রায় ৩৫.৪৬ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন ও তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ড ভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ফিল্ড	২০২০-২০২১		২০১৯-২০২০	
	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (এমএমসিএফ)	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (এমএমসিএফ)
হরিপুর	১টি (৭)	১৩৬৯.০৩৫	১টি (৭)	১৩৫৯.৬৫৭
কৈলাশটিলা	৩টি (২, ৪, ৬)	১৫০৮৫.৯২০	৪টি (২, ৩, ৪, ৬)	২০১৮৯.২৫৭
রশিদপুর	৫টি (১, ৩, ৪, ৭, ৮)	১৬১১৭.৩১৯	৫টি (১, ৩, ৪, ৭, ৮)	১৭৫৩১.৮৭৫
বিয়ানীবাজার	১টি (২)	২৮৮৫.৫৭৯	১টি (২)	৩০৫৯.৩৪৯
মোট	১০টি	৩৫৪৫৭.৮৫৩	১১টি	৪২১৪০.১৩৮

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের তুলনায় কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ৬৬৮২.২৮৫ মিলিয়ন ঘনফুট হ্রাস পেয়েছে। সাধারণভাবে কোম্পানির আওতাধীন প্রায় সকল কূপ হতেই গ্যাস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। পানি উৎপাদন বিভিন্ন মাত্রায় বৃদ্ধির কারণে কতিপয় কূপ হতে গ্যাস উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। নতুন উৎপাদনে আসা সিলেট-৯ নং কূপসহ বর্তমানে এসজিএফএল-এর উৎপাদনরত ১০টি কূপ হতে দৈনিক প্রায় ৮৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। চলমান তিনটি কূপ ওয়ার্কওভার (সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ ও কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ) ও খনন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন শেষে কোম্পানির গ্যাস উৎপাদন ধারা ইতিবাচক পর্যায়ে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

২.২ কনডেনসেট ও ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইডস (এনজিএল)

২০২০-২০২১ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক কনডেনসেট ও এনজিএল উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

(কিলোলিটার)

ফিল্ড	২০২০-২০২১				২০১৯-২০২০	
	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল
হরিপুর	৭৮৬.৯০৬	৪৬৫.০১৯	-	৮৮৪.১০১	৬৯৬.৬৫৪	-
কৈলাশটিলা	২৭৫৭০.০১০	১৩৬.৫৪৪	৩২১২.০০০	২৭৯৩৪.০৯৪	১৩৯.৭৭৯	২২১১০.০০০
রশিদপুর	৬৬১.৬২১	১৫২১.১৭৮	-	৭৯৪.০৭৩	২০০৫.০৮২	-
বিয়ানীবাজার	৬৯৭৩.৫১১	১৫.৪৪৬		৭৬০৫.১৪৯	৯৮.৬৪৭	-
মোট	৩৫৯৯২.০৪৮	২১৩৮.১৮৭	৩২১২.০০০	৩৭২১৭.৪১৭	২৯৪০.১৬২	২২১১০.০০০
কনডেনসেট (হেভী+লাইট)	৩৮১৩০.২৩৫		৩২১২.০০০	৪৩৩৫৪.৩৫৭		২২১১০.০০০

২.৩ অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি

শেভরন বাংলাদেশ লিঃ-এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের কনডেনসেট গ্রহণ করে এসজিএফএল-এর রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি) এবং রশিদপুরে অবস্থিত নবনির্মিত দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (৪০০০ বিপিডি সিএফপি)-এ প্রক্রিয়াকরণ করে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। কোম্পানি বিএসটিআই নির্ধারিত মান মাত্রার জ্বালানি তেল সরবরাহের পদক্ষেপ হিসেবে রশিদপুরে অবস্থিত পেট্রোলকে অকটেনে রুপান্তরের জন্য নবনির্মিত দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ)-এরে মাধ্যমে মে ২০২১ মাস হতে বিএসটিআই নির্ধারিত মান মাত্রার পেট্রোল (RON 89), অকটেন ও এলপিজি উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া হরিপুর ও কৈলাশটিলা ফিল্ডে অবস্থিত দু'টি ফ্র্যাকশনেশন ইউনিটে কোম্পানির নিজস্ব কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। বর্তমানে এ দু'টি প্লান্ট বন্ধ আছে। এসব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহে এ অর্থবছরে উৎপাদিত পেট্রোল (RON 89), ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি-এর ফিল্ড/স্থাপনাভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ইউনিট: কিলোলিটার

ফিল্ড	২০২০-২০২১				২০১৯-২০২০		
	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন	এলপিজি	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন
৪০০০ বিপিডি সিএফপি ও ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ	৫৭৪৭৯.৮৬৫	৩৬৬৮.৯২৭	৬০৯৬.৩৬৬	৮৭.২৯২	১৩৪৮৫৫.৪৩২	১০৯৬৫.৭৮৭	১৮৯৫৮.৯৩৯
আরসিএফপি	৯৪৬৩.৪৭১	১২২২.৯৭৬	১০২৬.৯৮৫	-	৩৮০০৩.২৪৮	৪৪৬৬.২৪৬	৪০৭৩.৭৭২
হরিপুর	৫৭০.১৭৭	-	৪২৮.০০০	-	১৩৪৬.২৫৬	-	২৩৫.৬২১
কৈলাশটিলা	১০৭৩.২৫০	৫০৪.৯৩৯	-	-	৭০৫৩.৫২২	৩৫৫৪.৩১০	-
মোট	৬৮৫৮৬.৭৬৩	৫৩৯৬.৮৪৩	৭৫৫১.৩৫১	-	১৮১২৫৮.৪৫৮	১৮৯৮৬.৩৪৩	২৩২৬৮.৩৩২

উল্লেখ্য, মে ২০২১ মাস হতে সিআরইউ প্লান্ট উৎপাদনে আসায় বিএসটিআই নির্ধারিত মান মাত্রার পেট্রোল (RON 89), অকটেন ও এলপিজি উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করায় পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোম্পানির হতাশাজনক পরিস্থিতির উত্তোরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে যা আগামীদিনগুলোতে কোম্পানির উত্তরোত্তর উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

৩.০ বিক্রয় পরিসংখ্যান

৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বিজিডিসিএল), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী

লিমিটেড (পিজিসিএল) এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কেজিডিসিএল)-এর নিকট ৩৪,৬২৭.৮৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় এবং নিজস্ব ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক জেনারেটরসমূহের জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত ২৩৫.২২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসসহ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৪,৮৬৩.০৯৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় করা হয়। এছাড়া এ অর্থবছরে গ্যাস প্রসেস প্লান্ট পরিচালনার কাজে (প্রসেস হিটার ও কম্প্রেসর ফুয়েল হিসেবে) ৫৯৪.৭৫৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৪১,৮৯১.২৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট।

৩.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোম্পানির বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ড হতে উপজাত হেভী ও লাইট কনডেনসেট বিক্রয়ের পরিমাণ ২৮,৬৭৭.৩৬ কিলোলিটার। বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের ১৫৩ কিলোলিটার কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিঃ-এর বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার ও জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত ৪৬,৭৪৬ কিলোলিটার কনডেনসেট এসজিএফএল-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হ্যান্ডলিং করে বেসরকারি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত এবং এসজিএফএল-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের নিকট এ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব, বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড এবং আইওসি হতে সংগ্রহ করে বিক্রিত কনডেনসেটের পরিমাণ ৭৫,৫৩২.৫০ কিলোলিটার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (৮০,১৬৭.৫০-৭৫,৫৩২.৫০)= ৪,৬৩৫.০০ কিলোলিটার বা শতকরা ৫.৭৮ ভাগ কম। আরসিএফপি, ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি, কৈলাশটিলা ও হরিপুর ফিল্ডের ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পেট্রোল ৪৩,০৯৬.০০ কিলোলিটার, ডিজেল ৫,২৪৮.১৯ কিলোলিটার এবং কেরোসিন ৬,৭৮৭.৬২ কিলোলিটার বিক্রয় করা হয়। এছাড়া, কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টে উৎপাদিত ৩,২১২.০০ কিলোলিটার এনজিএল আরপিজিসিএল-এর নিকট বিক্রয় করা হয়েছে।

৪.০ আর্থিক পর্যালোচনা

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছি:

৪.১ বিক্রয়লব্ধ আয়

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

গ্যাস: এমএমসিএফ
উপজাত দ্রব্য: কিলোলিটার

পণ্য	২০২০-২০২১			২০১৯-২০২০		
	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)
গ্যাস	৩৪,৮৬৩.১০	১১৫.৮৩	১৯.৯০	৪১,৮৯১.২৬	১৩৬.০৪	৮.৩২
কনডেনসেট	২৮,৬৭৭.৩৬	৪৬৬.২৯	৮০.১০	২৫,৯১৫.৫৫	১৪৯৯.৯৩	৯১.৬৮
পেট্রোল	৪৩,০৯৬.০০			১৭৯,১১৬.২৬		
ডিজেল	৫,২৪৮.১৯			১৯,৫১৬.৬৮		
কেরোসিন	৬,৭৮৭.৬২			২২,৭৩৫.০৭		
এনজিএল	৩,২১২.০০			২২,১১০.০০		
মোট আয়		৫৮২.১২	১০০		১৬৩৫.৯৭	১০০

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ৫৮২.১২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০৫৩.৮৫ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৪.৪২ ভাগ কম। উল্লেখ্য যে, সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে কোম্পানির কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টসমূহে বিভাজিত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের মান বিএসটিআই এবং ইআরএল মানের না হওয়ায় কোম্পানির ফ্রাকশনেশন প্লান্ট বন্ধ থাকায় এসব পণ্যাদি বিক্রয় স্থগিত হওয়ায় সার্বিকভাবে বিক্রয় আয় শতকরা ৬৪.৪২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

৪.২ উৎপাদন সহায়ক ব্যয়

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩৯.০১ কোটি টাকা উৎপাদন সহায়ক ব্যয় বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ৯৮.৫৪ কোটি টাকা, যা বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৪০.৪৭ কোটি টাকা বা শতকরা ২৯.১২ ভাগ কম। এ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ৭.০১ কোটি টাকা ও প্রসেস প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ১৭.১৩ কোটি টাকা কম হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন উপখাতে অত্যাবশ্যকীয় নয়, এমন ব্যয় না হওয়ায় আরও ১৬.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

৪.৩ পরিচালন ব্যয়

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় খাতে বাজেটে প্রাক্কলন ছিল ৬১৭.২৩ কোটি টাকা এবং প্রকৃত পরিচালন ব্যয় হয়েছে ৩৩২.০০ কোটি টাকা, যা বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় শতকরা ৪৬.২১ ভাগ কম। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ৭.০১ কোটি টাকা, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম প্রয়োজন হওয়ায় ১৭.১৩ কোটি টাকা, বিভিন্ন উপখাতে আরো ১৬.৩৪ কোটি টাকা, স্থায়ী সম্পদ খাতে বাজেট অনুযায়ী সম্পদ সংযোজিত না হওয়ায় অবচয় খাতে ৬.৯০ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন খাতে ২.৩৩ কোটি টাকা, আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি'র উৎপাদিত পণ্যাদির পরিবহনজনিত বিক্রয় ব্যয় ১০.৯৯ কোটি টাকা এবং আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি-এর জন্য কনডেনসেট ক্রয় খাতে ২১৯.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় বাজেটের তুলনায় কম হয়েছে। এতদ্ব্যতীত মজুদ সমন্বয় খাতে বাজেটের তুলনায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় কম হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিচালন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯৬৯.৪৭ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে পরিচালন খাতে প্রকৃত ব্যয় ৩৩২.০০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৩৭.৪৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৫.৭৫ ভাগ কম। সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে কোম্পানির কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টসমূহে বিভাজিত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন-এর মান বিএসটিআই এবং ইআরএল মানের না হওয়ায় কোম্পানির ফ্রাকশনেশন প্লান্টে উৎপাদন বন্ধ থাকায় কনডেনসেট ক্রয় বাবদ ৫৯৮.১৮ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও বিক্রয় ব্যয় বাবদ ৩৭.৬৫ কোটি টাকা, পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির মজুদ সমন্বয় (আরসিএফপি ব্যতীত) বাবদ ৮.১৯ কোটি টাকা এবং ডিপ্লিশন বাবদ ১.৩১ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অবচয় বাবদ ৩.১৯ কোটি টাকা, বেতন-ভাতাদি বাবদ ১.৯৭ কোটি টাকা, প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১.৩৬ কোটি টাকা এবং ষ্টেশনারি, ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, বীমা, জ্বালানি, যানবাহন ভাড়া, ঠিকাদার শ্রমিক, নিরাপত্তা ব্যয়সহ বিভিন্ন উপখাতে ১.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৪ মুনাফা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্যাস, কনডেনসেট ও বিভাজিত পণ্যাদি বিক্রয়লব্ধ আয় এবং অন্যান্য আয়ের সাথে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

পণ্য	২০২০-২০২১		২০১৯-২০২০	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
গ্যাস	১১৫.৮৩	১৫.৫৯%	১৩৬.০৪	৭.৪৫
সহজাত দ্রব্য ও বিভাজিত পণ্য	৪৬৬.২৯	৬২.৭৬%	১,৪৯৯.৯৩	৮২.১২
সুদসহ অন্যান্য আয়	১৬০.৮৪	২১.৬৫%	১৯০.৫২	১০.৪৩
মোট	৭৪২.৯৬	১০০.০০%	১,৮২৬.৪৯	১০০.০০

উল্লিখিত আয় হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির ওপর ভ্যাট, পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট রাজস্ব ব্যয় ৫০৬.৯৯ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর এ অর্থবছরে কোম্পানি মোট ২৩৫.৯৭ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ২৭৯.৯৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৫৪.২৬ ভাগ কম।

৪.৫ আর্থিক সূচকসমূহ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চসীমা ৬০:৪০ এর বিপরীতে এ অর্থবছর শেষে অনুপাত ১৯.৬৩ : ৮০.৩৭ এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৮.৭৩ : ৮১.২৭। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিলেট কূপ নং-৯ প্রকল্পের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে ৯৫.৩৯ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং ২৩.৮৬

কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়। ফলে, ঋণের নিট প্রবৃদ্ধি ৭১.৫৩ কোটি টাকা। ঋণ প্রবৃদ্ধি এবং ইক্যুইটি খাতে রেভিনিউ রিজার্ভ স্বল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অনুপাতে ঋণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন দাঁড়িয়েছে শতকরা ২২.৮১ ভাগ, যা গত অর্থবছরে ছিল শতকরা ৪৮.৩৮ ভাগ। কোম্পানির অধীক্ষেত্রাধীন কূপসমূহ হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় হ্রাস এবং সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে কোম্পানির কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টসমূহে বিভাজিত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন-এর মান বিএসটিআই-এর মানের না হওয়ায় এসব পণ্যাদি বিপিসি'র কোম্পানি সমূহে বিক্রয় স্থগিত হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রক্রিয়াজাত পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন অর্জনের হার হ্রাস পেয়েছে।

৫.০ সরকারি কোষাগারে জমা

কোম্পানি এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে মোট ৩৮০.৫১ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে, যা কোম্পানির বিক্রয়লব্ধ আয়ের শতকরা ৬৫.৩৭ ভাগ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ খাতে সর্বমোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৯১.৯৯ কোটি টাকা। কোম্পানির বিক্রয় আয়সহ মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় এবং আয়করের ক্ষেত্রে সমন্বয় থাকায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব পরিশোধের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাত	২০২০-২০২১		২০১৯-২০২০	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	১৬৩.১৮	৪২.৮৮%	২৭৩.২২	৪৬.১৫
আয়কর	৭৬.২৬	২০.০৪%	১২৭.২৯	২১.৫০
লভ্যাংশ	১২৫.০০	৩২.৮৫%	১৭৫.০০	২৯.৫৬
ডিএসএল	১৬.০৮	৪.২৩%	১৬.৪৮	২.৭৮
মোট	৩৮০.৫১	১০০.০০%	৫৯১.৯৯	১০০.০০

৬.০ দেনা-পাওনা

৩০ জুন ২০২১ তারিখে কোম্পানির গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের একাউন্টস্ রিসিভেবল-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪০.১৩ কোটি টাকা, যা গড়ে ৩.৭৪ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর নিকট পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়ের বিল জানুয়ারি ২০১৫ হতে বিপিসি কর্তৃক সরাসরি এসজিএফএল-কে পরিশোধ শুরু করার পর হতে বকেয়া পাওনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে একাউন্টস রিসিভেবল-এর পরিমাণ ছিল ৬৫২.৩৯ কোটি টাকা, যা ৫.১৮ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

৩০ জুন ২০২১ তারিখে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট কোম্পানির পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৬২ কোটি টাকা, যা গড়ে ২.২৬ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৫.২০ কোটি টাকা, যা ৩.১৩ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

অপরদিকে এসডি ও ভ্যাটের বিপরীতে সরকারি রাজস্ব বাবদ এ সময়ে কোম্পানির আর্থিক দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮.৮৩ কোটি টাকা, যা গড়ে ২ মাসের দেনার সমপরিমাণ এবং কোম্পানির রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের জন্য কনডেনসেট ক্রয় ও এসজিএফএল-এর মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানির নিকট বিক্রয়কৃত পেট্রোবাংলার কনডেনসেটের বিপরীতে পেট্রোবাংলার নিকট দেনার পরিমাণ ২৩৫ কোটি টাকা, যা গড়ে ২.১০ মাসের দেনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬০৮.৭৬ কোটি টাকা। জিডিএফ খাতে এ যাবৎ প্রাপ্ত ঋণের অর্থের পরিমাণ ৮৩৪.৭৬ কোটি টাকা। অপরদিকে জিডিএফ হতে কৈলাশটিলা-৭ কূপের প্রাপ্ত গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় এবং রশিদপুর-১০ ও ১২ তে কোন গ্যাস না পাওয়ায় প্রকল্পসমূহের বিপরীতে গৃহীত ঋণ অনুদান হিসেবে বিবেচনা করার জন্য পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.০ মূলধন কাঠামো

৭.১ অনুমোদিত মূলধন

কোম্পানির বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা, যা প্রতিটি ১০০.০০ টাকা মূল্যমানের ৫ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভাজন করা হয়েছে।

৭.২ পরিশোধিত মূলধন

এ অর্থবছরে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৮.৪৩ কোটি টাকা।

৭.৩ লভ্যাংশ

সরকার তথা পেট্রোবাংলা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ওপর ১২৫.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ ধার্য করে, যা এসজিএফএল-এর পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ১৪১.৩৫ ভাগ। ধার্যকৃত লভ্যাংশ ইতোমধ্যে অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।

৮.০ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটি রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) :

৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট এবং ৩৭৫০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের উৎপাদিত পেট্রোলকে রূপান্তর করে অকটেন এবং এলপিজি উৎপাদনের জন্য রশিদপুর, বাহুবল, হবিগঞ্জে আনুসাঙ্গিক সুবিধাসহ ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালিটিক রিফর্মিং ইউনিট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম The Consortium of PT-Istana Karang Laut, Indonesia and Energypac Power Generation Limited, Dhaka। কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৪৯৭৯৮.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১২ হতে জুন ২০২১ মেয়াদকালের বাস্তবায়িত প্লান্টটি মে ২০২১ এর শেষ সপ্তাহ থেকে উৎপাদনে এসেছে এবং ২ জুন ২০২১ তারিখে প্লান্টটি হস্তান্তরিত হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮৯০৯.৯৪ লক্ষ টাকা। সিআরইউ প্লান্টে উৎপাদিত অকটেনের সাথে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি'র পেট্রোল ব্লেন্ডিং করে বিএসটিআই নির্ধারিত মানের পেট্রোল (RON-89) উৎপাদন এবং বিপিসি'র নিকট তা বিক্রয় করা হচ্ছে।

(ক) চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

১) সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ১৭১২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২৯৮৮.৩৭ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.৪৪%। কূপটির খননকাজ সম্পন্নের পর গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত কূপ হতে দৈনিক কম-বেশী ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।

২) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩৭০৮.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ৪৬৩৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৩-১২-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক ও সার্ভিস প্রোভাইডার ফার্ম নিয়োগ করে বিয়ানীবাজার স্ট্রাকচারে প্রায় ১৯১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপের মাধ্যমে সম্পাদনরত হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭.৮০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৬.০৬%।

৩) সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ ও কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্ক-ওভার:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ১৬৩৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৮-০২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ ও কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ পুনরায় গ্যাস উৎপাদনে আনা সম্ভব হবে। এতে দৈনিক প্রায় ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা আংশত পূরণ করা সম্ভব হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৫.৪৯%।

৪) কৈলাশটিলা-৮ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১০৬৭০.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ১৫০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২১-০৩-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.৯৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১.২৬%।

(৫) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ;

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ২৮১৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২৬-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক ও সার্ভিস প্রোভাইডার ফার্ম নিয়োগ করে এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় প্রায় ৮৬৫ বর্গ কিলোমিটার (৮ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত) ৩-ডি সাইসমিক জরিপের মাধ্যমে সম্পাদনরত হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি নাই ও বাস্তব অগ্রগতি ৬.০৬%।

খ) প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

আলোচ্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

(১) সিলেট-১০ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(২) রশিদপুর-৯ নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ;

(৩) হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা-সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন।

উল্লেখিত ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে।

৯.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

৯.১ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২১-২০২২ থেকে ২০২২-২০২৩)

(ক) রশিদপুর-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(খ) সিলেট-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(গ) রশিদপুর-১৩ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(ঘ) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এরিয়ায় ৩টি অনুসন্ধান কূপ খনন (ডুপিটিলা-১, বাতচিয়া-১, হারারগজ-১);

(ঙ) রশিদপুর-৩নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(চ) রশিদপুর-২, কৈলাশটিলা-২, বিয়ানীবাজার-২ ও সিলেট-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার।

৯.২ মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪ থেকে ২০২৫-২০২৬)

(ক) এ্যাকারেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় পরিচালিত ৩ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ২টি কূপ খনন;

(খ) বিয়ানীবাজার -৩ ও ৪ কূপ খনন।

৯.৩ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৬-২০২৭ থেকে ২০৩১-২০৩২)

(ক) সিলেট-৯ নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(খ) কৈলাশটিলা-৬নং কূপ ওয়ার্কওভার ।

১০.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রতি কোম্পানি সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনা হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল ও এনজিএল উৎপাদনের সময় যথাযথ নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়। ভবিষ্যতে কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন, কূপ, প্রসেস প্লান্ট, অফিস, আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখা হয়। সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। জেনারেটর, কম্প্রেসর ও গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ ও লবণাক্ত পানি সঠিকভাবে পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য প্রতিটি ফিল্ডস ও স্থাপনায় একটি করে ইফ্লুয়েন্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে এসজিএফএল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১০.২ নিরাপদ কর্মপরিবেশ/সেইফটি

কোম্পানির সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) ব্যবহার করা হয় এবং প্লান্ট অপারেশনের দৈনন্দিন কাজে সকল প্লান্টসমূহে পিপিই ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্লান্টে কর্মরতদের এবং আগত ভিজিটরদের মাঝে পিপিই ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ফিল্ড ও স্থাপনার গেট সংলগ্ন স্থানে, অফিসে এবং প্লান্টের ভিতরে পিপিই ব্যবহার সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ৭টি স্থাপনার প্রসেস প্লান্টের কন্ট্রোল রুমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স রাখা আছে। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার জকি পাম্প, ফায়ার ফাইটিং পাম্প, ওয়াটার ডেলিওজ সিস্টেম, ফোম সিস্টেম, ফায়ার হাইড্যান্ট, সকল প্রকার ডিটেক্টরস, জয়েন্টস, পাইপ ফিটিংস, বাল্ব, বৈদ্যুতিক ক্যাবল জয়েন্ট ও টার্মিনাল ইত্যাদির কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

১০.৩ অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা

গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক সচল থাকা ফিল্ডসমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতির অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় প্রত্যেক স্থাপনায় ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন কার্যকর রাখাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইশ সংরক্ষিত আছে। কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার রয়েছে এবং নিয়মিত রিফিল করে রিফিলযোগ্য ফায়ার এক্সটিংগুইশারসমূহ কার্যকর রাখা হচ্ছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির নিজস্ব ২টি ফায়ার ট্রাক সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে কোম্পানির ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহে কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং উৎপাদন নির্বিঘ্ন ছিল। ভূমিকম্প, অগ্নি-দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে জনবলকে প্রশিক্ষিত করতে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর সহযোগিতায় প্রতিবছর কোম্পানির সকল ফিল্ডে প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছর বছরে কোভিত-১৯ এর সংক্রামনের কারণে অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ে এসজিএফএল এর কোন ফিল্ডে প্রশিক্ষণ ও অগ্নিনির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

১১.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারি দপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রুপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলার সাথে এসজিএফএল-এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে শুরু করে প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। উক্ত চুক্তিতে এসজিএফএল-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র যথা- সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসজিএফএল-এর রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি-তে সম্মত হয়ে উভয়পক্ষ (পেট্রোবাংলা ও এসজিএফএল) এপিএ স্বাক্ষর করে থাকে। প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া প্রতি অর্থবছরে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে এপিএ চুক্তিপত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোম্পানির কর্মকান্ড ও অগ্রগতির কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ, বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম এবং বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ শতভাগ অর্জনের দিকে এসজিএফএল ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অর্থবছরগুলোতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে এসজিএফএল-এর অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রমিক	অর্থবছর	কর্মসম্পাদন সূচকের পূর্ণমান	প্রকৃত অর্জন
১.	২০১৪-২০১৫	১০০	৮৭.৬
২.	২০১৫-২০১৬	১০০	৯০.২
৩.	২০১৬-২০১৭	১০০	৯৭.৩
৪.	২০১৭-২০১৮	১০০	৯০.০
৫.	২০১৮-২০১৯	১০০	৯৫.৭
৬.	২০১৯-২০২০	১০০	৯৫.৭
৭.	২০২০-২০২১	১০০	৯৮.৫

১২.০ উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা

জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা, গুণগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী কম সময়ে (টাইম-টি), কম খরচে (কস্ট-সি) ও কম যাতায়াতে (ভিজিট-ভি) জনপ্রশাসনের সেবাকে সহজীকরণ তথা গুণগত পরিবর্তন (কোয়ালিটি-কিউ) করাই (সংক্ষেপে টিসিভিকিউ) উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

আলোচ্য 'উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' এর উপর ভিত্তি করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসজিএফএল-এর কাজের গতিশীলতা, গুণগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। উক্ত ইনোভেশন টিমের প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট একটি ক্ষেত্রে (সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ) একটি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কোম্পানির ৩১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩.০ স্বাস্থ্য সেবা

গ্যাস উৎপাদন ও কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মরতসহ কোম্পানির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ উৎপাদনশীল ফিল্ড-স্থাপনায় মেডিকেল সেন্টার সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নিয়োজিত চিকিৎসকগণের মাধ্যমে কোম্পানির মেডিকেল সুবিধার আওতায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ তাদের পরিবার এবং নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

১৪.০ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড-স্থাপনাসমূহ সরকারের সর্বোচ্চ সংরক্ষিত ও কেপিআই গ্রেড-১ তালিকা ভুক্ত স্থাপনা। কেপিআই-সমূহের জন্য প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিধিমালা কোম্পানিতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড-স্থাপনাদির সারফেইস নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য আনসার সদস্য ও কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা জনবলকে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়। এছাড়া আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ হলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া হয়। নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করার জন্য সভা করা হয় এবং পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাত্রিকালীন ডিউটিতে সশস্ত্র টহল ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ট্রীট লাইট ও ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও সকল ফিল্ড ও স্থাপনার প্রধান ফটকে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যথা- আন্ডার ভেহিকল সার্চ মিরর, মেটাল ডিটেক্টর এর ব্যবহারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিসিটিভি ক্যামেরা অপারেশনে রয়েছে। এছাড়া হরিপুর ও কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টের প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

১৫.০ জনবল

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪২৭ জন কর্মকর্তা ও ৫১৩ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ৯৪০ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৬৩ জন কর্মকর্তা ও ২৭৭ জন কর্মচারীসহ মোট ৫৪০ জন জনবল কর্মরত ছিল। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ এবং ৩ জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন। কোম্পানিতে বিদ্যমান জনবল সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রশাসন, কারিগরী ও হিসাব ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক, সহকারী কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে ১০৪ টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। তন্মধ্যে সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের মোট ২৫ জনকে নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হলে ১৮ জন কর্মকর্তা নির্ধারিত ২৬-১০-২০২১ তারিখে যোগদান করেন। উপসহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা বুয়েটের ব্যবস্থাপনায় ১৯-০৩-২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয় এবং উক্ত পদের বিপরীতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রশাসন ও হিসাব ক্যাডারের সহকারী ব্যবস্থাপক ও সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা বিজনেস স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ০১-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজনেস স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলাফল প্রাপ্তির পর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণসহ নিয়োগের চূড়ান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, ২ আগষ্ট ২০২১ তারিখে পেট্রোবাংলা কর্তৃক এসজিএফএল-এর জন্য ৪৮৮ জন কর্মকর্তা ও ৪৭৫ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ৯৬৩ জন জনবলের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়।

১৬.০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী কমিটি এসজিএফএল-এ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া কমিটি কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালার আয়োজন এবং নৈতিকতার স্লোগান সম্বলিত পেনস্ট্যান্ড বিতরণ করেছে।

১৭.০ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট হতে দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর দেশীয় মালিকানার ভিত্তি রচিত হয়। জাতির পিতার এ যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে প্রতি বছর ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালেও অন্যান্য বছরের ন্যায় জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়াতে প্রচার করা হয়।

১৮.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনলাইন ভিত্তিতে ইনহাউজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ বছর কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বিদেশ প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমান ৫০.০০ লক্ষ টাকা সহ সর্বমোট বরাদ্দের পরিমান ১০০.০০ লক্ষ টাকা। স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৮,৬৩,৯৪১.০০ টাকা।

১৮.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫৪টি প্রোগ্রামের আওতায় কোম্পানির ২৬২ জন কর্মকর্তা ও ১৫৫ জন কর্মচারী অনলাইন ভিত্তিতে ইন-হাউজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

১৮.২ বিদেশ প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার কিংবা পরিদর্শন কর্মসূচীতে প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।

১৯.০ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে কোম্পানির কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিস্পন্ন হয়েছে।

২০.০ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

২০.১ শিক্ষা বৃত্তি

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান, এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় অটোপাস দেওয়ায় এবং বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা না পাওয়ায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উক্ত কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

২০.২ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

ক) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় অটোপাস দেওয়ায় এবং বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা না পাওয়ায় কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড ও স্থাপনা সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, এসজিএফএল-এর সিএসআর নীতিমালা অনুযায়ী সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্তদের ব্যতীত অন্যান্যদের মধ্যে মেধাক্রমের ভিত্তিতে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

খ) সামাজিক দায়বদ্ধতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অংকের অনুদান প্রদান করা হয়, যার সর্বমোট পরিমান ৩৭,৩২,৮৬৮.০০ টাকা ।

২০.৩ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

কোম্পানি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সরকারি নির্দেশনার আলোকে জাতীয় দিবসসমূহ পালন করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য অর্থ বছরে কোভিড-১৯ মহামারিজনিত কারণে বার্ষিক মিলাদ, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

২১.০ মুজিব শতবর্ষ পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এসজিএফএল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, সংস্কৃতিক ও আর্তমানবতার কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উদ্ভূত করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারি পরিস্থিতিতে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক এসজিএফএল

কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা সীমিত পরিসরে পালন করা হয়। বর্ণিত করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারি পরিস্থিতির মধ্যেও সীমিত পরিসরে এসজিএফএল-এ ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি, ৯ আগস্ট জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে মুজিববর্ষ এর সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ দিবসগুলোতে প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য সকল ফিল্ড ও স্থাপনায় জাকজমকপূর্ণ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। উদ্ভূত করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতি মোকাবেলায় অক্সিজেন সংকট নিরসনে কোম্পানির কর্ম এলাকার ৪টি উপজেলা যথা: জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও বাহুবল-এর স্বাস্থ্য কমপেক্সেগুলোতে কোম্পানির সিএসআর কর্মসূচীর আওতায় ৪টি উন্নতমানের অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে মুজিববর্ষ উপলক্ষে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি ফিল্ড ও স্থাপনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীতে প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য সকল ফিল্ড-স্থাপনায় জাতির পিতার রুহের মাগফিরাত এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের মঙ্গল কামনায় সংশ্লিষ্ট মসজিদে বাদ মাগরিব মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

২২.০ কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সময়ে সময়ে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় এসজিএফএল-এর সাধারণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের জন্য স্ব-শরীরে কর্মস্থলে উপস্থিত বন্ধ থাকলেও ই-নথির মার্ধমে সকল বিভাগ ও শাখার কার্যক্রম সচল ছিলো। পাশাপাশি জনগুরুত্ব বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে গ্যাস, কনডেনসেট ও তেল উৎপাদন-বিপণন কার্যক্রম বিশেষ ব্যবস্থায় মহামারির শুরু থেকেই অব্যাহত রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে পালাক্রমে কার্যালয়ে উপস্থিতির মাধ্যমে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও কোম্পানির দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। দুটি প্রকল্প যথা: (ক) সিলেট-৯ নং কূপ খনন প্রকল্প ও (খ) পেট্রেলকে অকটেনে রুপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটলাইটকি রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

২৩.০ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য উত্তরণ

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের বেশী সময় ধরে এসজিএফএল-এর গ্যাস ফিল্ডগুলো হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত থাকায় উত্তোলনযোগ্য মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এ দীর্ঘ সময়ে কোম্পানি তার প্রথম উৎপাদিত গ্যাস ক্ষেত্র ছাতক ফিল্ড এবং পরর্বতী সময়ে ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত রাখতে না পারায় বর্তমান গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারা মোকাবেলা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উপরন্তু বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে আবিষ্কৃত সকল গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ এসজিএফএল-এর আওতায় উৎপাদনে যুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও বিগত ২০ বছরে নতুন কোনো ফিল্ড আবিষ্কৃত না হওয়ায় কোম্পানির ভবিষ্যৎ জীবনকাল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এসজিএফএল-এর গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ২০০২ সাল নাগাদ যেখোনে দৈনিক ২১০-২২০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক ছিল সেখানে বর্তমানে তা দৈনিক কম-বেশী ৮৮মিলিয়ন ঘনফুটে নেমে এসেছে। ফলে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান এখন এসজিএফএল-এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এছাড়া এসজিএফএল-এর বর্তমান আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহ এবং সদ্য স্থাপিত সিআরইউ প্লান্ট যেমন দেশের ও কোম্পানির জন্য সম্ভাবনাময় তেমনি এ প্লান্টসমূহ পূর্ণমাত্রায় পরিচালনা করতে না পারলে এর নেতিবাচক ফলাফলেরও ঝুঁকি রয়েছে, যা একটি সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ। কোম্পানির প্রায় ২২ শতাংশ জনবল উক্ত ডিভিশনে কর্মরত রয়েছেন। মূলতঃ পেট্রোলিয়াম পণ্যের কারণে বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশের অন্যতম প্রধান ভ্যাট ও আয়কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা অর্জন করে আসছিলো, যা বর্তমানে ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

এপরিস্থিতিতে দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি এসজিএফএল-এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহ পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে রেখে বাজারজাত পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহ উৎপাদন ও সরবরাহের বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল জন্মলগ্ন থেকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে। অনেক সমস্যা সংকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারার উত্তরণ এবং ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রেখে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে কোম্পানির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব হবে। আমরা আশাবাদী নীতি নির্ধারণীদের দূরদর্শী উদ্যোগ ও নির্দেশনায় কোম্পানির দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও মেধাসম্পন্ন জনবল নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টার সম্মিলন ঘটিয়ে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

কোম্পানির মুনাফা অর্জনের ধারা, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোম্পানির অবদান এবং সন্তোষজনক কর্মপরিবেশের জন্য কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সেই সাথে কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, পেট্রোবাংলা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সার্বিক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি কোম্পানির আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভায় সানুগ্রহ উপস্থিতিতির জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আমি এসজিএফএল-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিচালক পর্ষদের এ প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।
আল্লাহ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে

মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার
চেয়ারম্যান

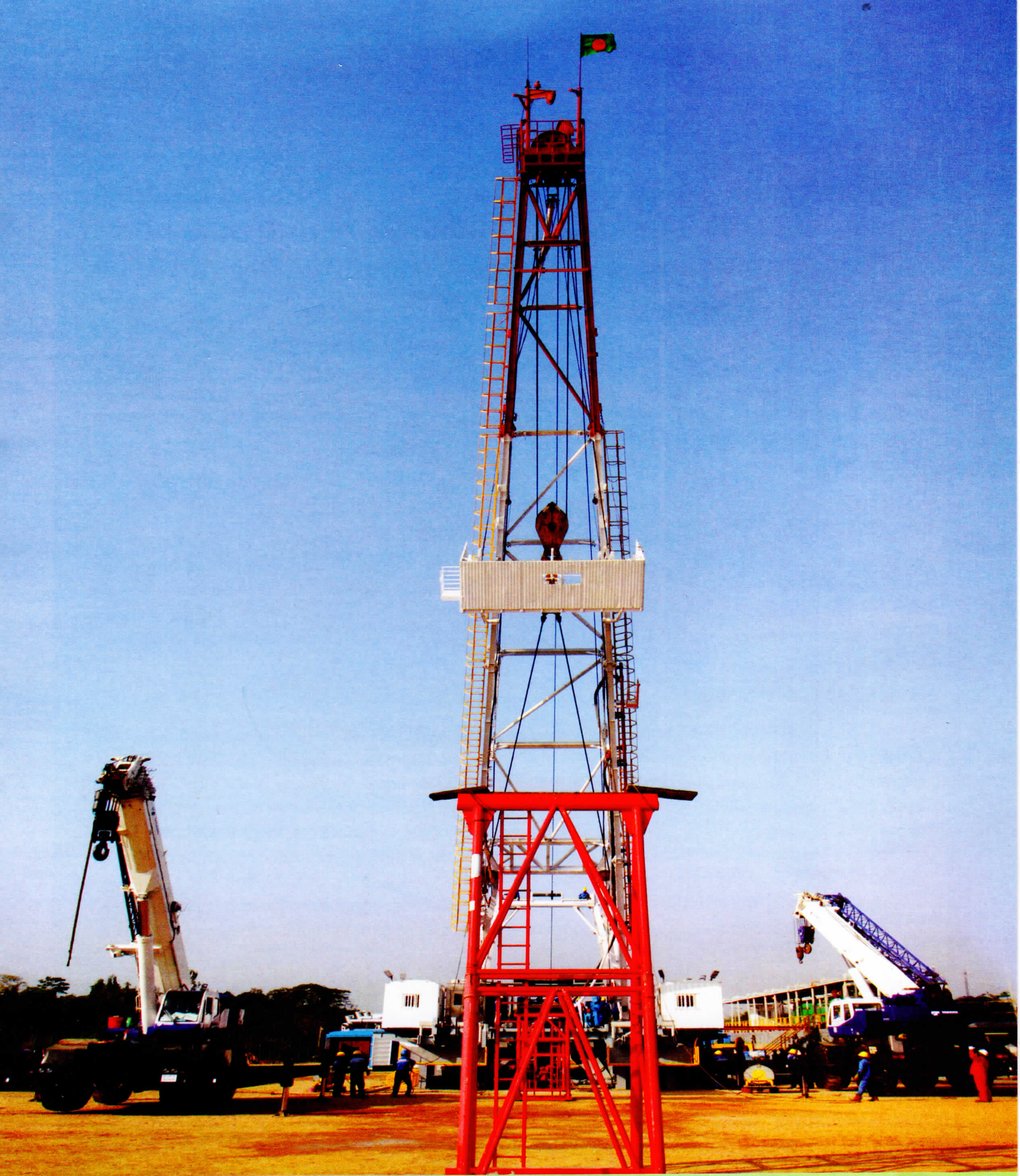

RIG UP OF BIJOY-12 FOR SYLHET-9 DRILLING